- বর্ষ ২০২১
- সংখ্যা ০২
- এপ্রিল- জুন

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

প্রকাশনার ২০ বছর

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক : শামসুন্নাহার রহমান পরাণ

বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন পরিষদ চট্টগ্রাম এর আয়োজনে ওয়েবিনার

শিশুশ্রম জিইয়ে রেখে কল্যাণকামী রাষ্ট্র গঠন সম্ভব নয়

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রোপিত কল্যাণকামী রাষ্ট্রে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমরা কাজ করছি যেখানে কোন পিছিয়ে পড়া গোষ্ঠী থাকবে না। শিশুশ্রমকে জিইয়ে রেখে কোনভাবে কল্যাণকামি রাষ্ট্র হতে পারে না। এনজিও'রা তৃণমূল পর্যায়ে কমিউনিটি পার্টিসিপেশন/স্যোসাল নেটওয়ার্ক গঠনে কাজ করেছে। ফলে নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে, মাতৃমৃত্যু হার কমেছে, বাল্য বিবাহ কমেছে। গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুশ্রম বাড়ছে, এটি অনেকটা ক্রীতদাস প্রথার মতো - এ অবস্থা দুর করতে হবে। দারিদ্রতার সুযোগে শ্রম ও শিক্ষার বিনিময়ে শিশুদের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে। বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে গত ১২ জুন বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদ, চট্টগ্রাম আয়োজিত ঘাসফুল চেয়ারম্যান ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনলাইন ওয়েবিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী একথা বলেন।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ'র চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাই ছিলো বৈষম্য থাকবে না, মানবাধিকার নিশ্চিত হবে। বঙ্গবন্ধু প্রথম শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণয়ন করেন। কল্যাণকামী রাষ্ট্র তৈরীর ব্যাপারে সবাইকে নজর দিতে হবে। তিনি সমৃদ্ধি কর্মসুচি'র মাধ্যমে ২০২টি ইউনিয়নে কিভাবে শিশুশ্রম থেকে শিশুদের বের করে আনা হয়- তার বর্ণনা দেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী মোঃ মজিবুল হক এমপি বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বলেন, সমন্বিত উদ্যোগের অভাবে শিশুশ্রম নিরসন কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এরোমা দত্ত এমপি বলেন, একেকটি শিশু আমাদের ইকোনোমিক্যাল ইউনিট। প্রাইভেট-পাবলিক পার্টনারশীপ এর মাধ্যমে কারিগরী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা ও গণস্বাক্ষরতা অভিযান'র নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, ব্যবসা বান্ধব বাজেট নয় শিক্ষা বান্ধব বাজেট চাই! শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর সচিব কে এম আবদুস সালাম প্যানেল আলোচক এর বক্তব্যে বলেন, কোভিড-১৯ এব কারণে সরকারের সবরকম অর্জনে বাধা এসেছে, এজন্য সরকার অনেক সেফটিনেট প্রোগ্রাম নিয়েছে, হতাশ হওয়ার কিছু নেই, তবে বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জ আছে।

◢ বাকী অংশ ২য় পৃষ্ঠায় দেখুন

ঘাসফুল এর বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তারা

"কোভিডকালে উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রাখতে সংস্থার টেকসই পরিকল্পনা প্রয়োজন"

পরাণ রহমান ঘাসফুল নামক যে উন্নয়ন সংগঠনের বীজ বপন করেছিলেন আজ আমরা সেই বৃক্ষের ছায়াতলে সমবেত। কোভিডকালে উন্নয়নধারা অব্যাহত রাখতে সংস্থার টেকসই পরিকল্পনা প্রয়োজন। উন্নয়নের সবক্ষেত্রে নারীদের একসেস টু জাস্টিস নিশ্চিত করতে হবে। পরাণ রহমান সবসময় সাধারণ মানুষের কাতারে থেকে কাজ করতেন। সমাজকর্মে পরাণ রহমানের আদর্শ বর্তমান প্রজন্মের জন্য অনুকরণীয়। পরাণ রহমান সবসময় বলতেন, 'মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক, আমি তোমাদেরই লোক'। গত ২৬ জুন চট্টগ্রাম বাদশাহ মিয়া চৌধুরী রোডস্থ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে ওয়েবিনারের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সংস্থার ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এ কথা বলেন।

ঘাসফুল চেয়ারম্যান বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরীর'র সভাপতিত্বে অনলাইনে অনুষ্ঠিত ঘাসফুল সাধারণ সভায় অতিথি হিসেবে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, অবসরপ্রাপ্ত সচিব মাফরুহা সুলতানা, মানবাধিকারকর্মী এডভোকেট সালমা আলী, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জামশেদ সানিয়াত আহমেদ চৌধুরী, সৈয়দ আবিদুর রহমান, ড.সামিয়া হক, ডা.লুৎফর রহমান, মাজেদুর রহমান, চিত্রশিল্পী সামিনা নাফিজ, অডিট ফার্ম রহমান রহমান হক এর প্রতিনিধি শোয়েব চৌধুরী।

◢ বাকী অংশ ৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

শিশুশ্রম জিইয়ে রেখে কল্যাণকামী রাষ্ট্র সম্ভব নয়...

১ম পৃষ্ঠার পর

শ্রম মন্ত্রণালয় এপর্যন্ত ৮টি সেক্টরকে শিশুশ্রম মুক্ত ঘোষণা করেছে। প্রাক্তন মুখ্য সচিব ও ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য আবদুল করিম বলেন, সরকার শিশুদের কল্যাণে যুগপোযোগী আইন প্রণয়ন করেছে। কারিগরি শিক্ষার সম্প্রসারণে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন বাস্তবায়নে প্রশাসনের ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, বিশেষ করে ওসি, ইউএনও, ডিসি'রা তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছে। পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ অথরিটি'র সচিব এবং সি ইও সুলতানা আফরোজ বলেন, শুধুমাত্র ব্রিজ-কালভার্ট বা রাস্তা-ঘাট উন্নয়ন নয়, সামাজিক উন্নয়নেও পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ অথরিটি'র কাজ করার সুযোগ রয়েছে। প্রাক্তন সচিব মাফরুহা সুলতানা, বলেন, শিশুশ্রম নিরসনে সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগগুলো একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে নিতে হবে এবং এজন্য জনমত গঠন করতে হবে। এ্যাকশন এইড বাংলাদেশ এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির বলেন, শিশুশ্রম নিরসনে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ দরকার,স্কিল ডেভেলাপমেন্টে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। ছেলে শিশুরাও যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, এবিষয়েও নজরদারি বাড়াতে হবে। ইউসেপ বাংলাদেশ এর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক দিদারুল আনাম চৌধুরী বলেন, ইউসেপ শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের শিক্ষা ও তাদের স্কিল ডেভেলাপমেন্টে কাজ করছে। ইউসেপ চেয়ারম্যান ও ঘাসফুল এর নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ বলেন, শিশুশ্রমের উপসর্গ নয়, মুল কারণগুলো উদঘাটন করে সেখানে কাজ করতে হবে। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের বীজ বপন করে যাওয়ার জন্য তিনি বঙ্গবন্ধু'র প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদ, চট্টগ্রাম এর আহ্বায়ক ও ঘাসফুল এর সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবসের প্রতিপাদ্যে "এখনই সময় এগিয়ে আসুন, মুজিব বর্ষের আহ্বান শিশুশ্রমের অবসান" এর উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলেন, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের নিয়ে কাজ করতে সমন্বিত ও যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রয়োজন। বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদ, চট্টগ্রাম এর সদস্য সচিব নার্গিস সুলতানা শিশুশ্রম নিরসনে ১২টি সুপারিশমালা পাঠ করে শুনান। সুপারিশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল :

* ২০২৫ সালের মধ্যে সবধরনের শিশুশ্রম বন্ধে আইনসমুহের প্রয়োজনে পর্যালোচনা ও সংশোধনের সুপারিশ।

* জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কর্মকৌশলে শিশুশ্রমকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্ব দেয়া।

* সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগে নেয়া শিশুশ্রম নিরসনে নেয়া সকল কর্মকান্ডকে সমন্বিত করতে আরো বেশী জোরালো ভুমিকা রাখা।

* অর্থনীতিতে কোভিডের প্রভাবে দেশে দারিদ্র্য পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে শিক্ষার্থীদের বড় অংশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি পরিস্থিতির অবনতির শিকার হচ্ছে। যে কারণে এখন থেকে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া।

অনুষ্ঠানে শিশু প্রতিনিধি মেঘলা সুত্রধর এবং টেম্পু

হিউম্যান হলার পরিবহণ সমিতির সভাপতি দিলীপ সরকার বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও পুরো আয়োজনে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ রচিত গান "স্বাধীনতার চেতনা দিয়ে দেশটাকে গড়বো" এবং ঘাসফুল পরাণ রহমান স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিবেশনায় "আমরা কচি, আমরা কাঁচা, সবুজ কণার দল", ঘাসফুল সেকেন্ড চান্স এডুকেশন কর্মসুচি'র ঝরেপড়া ও শ্রমজীবী শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায়, 'আমরা শিশু, আমাদেরও আছে অধিকার' টাইটেলের তিনটি গান পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানে সংযুক্ত ছিলেন আইএলও'র প্রোগ্রাম এ্যাসিসটেন্ট মোঃ আমিনুল ইসলাম, বিভাগীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান কার্যালয়'র উপ মহাপরিদর্শক আবদুল্লাহ আল সাকিব মোবাররাত, জেলা প্রশাসক কার্যালয়, চট্টগ্রাম'র নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মিজানুর রহমান, শ্রম ও কর্মসংস্থান কার্যালয়'র পরিদর্শক (সাধারণ) বিশ্বজিৎ শর্মা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী চট্টগ্রাম'র জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা নুরুল আবছার ভূঁইয়া, ব্র্যাক'র বিভাগীয় প্রতিনিধি নজরুল ইসলাম মজুমদার, ইপসা'র প্রধান নির্বাহী আরিফুর রহমান, মমতা'র প্রধান নির্বাহী আলহাজ্ব রফিক আহমদ, কোডেক'র নির্বাহী পরিচালক ড. খুরশীদ আলম, বিটা'র নির্বাহী পরিচালক শিশির দত্ত, ইলামা'র প্রধান নির্বাহী জেসমিন সুলতানা পারু, বিবিএফ'র প্রধান নির্বাহী উৎপল বড়ুয়া, যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থার'র নির্বাহী পরিচালক ইয়াছমীন পারভীন, সংসপ্তক'র প্রধান নির্বাহী লিটন চৌধুরী, ওর্য়াল্ড ভিশন বাংলাদেশ'র প্রোগ্রাম ম্যানেজার রবার্ট কমল সরকার, কারিতাস'র আঞ্চলিক পরিচালক রিমি সুবাস দাশ, মনিষা'র নির্বাহী পরিচালক আমজাদ হোসেন হীরু, স্বপ্নীল ব্রাইট ফাউন্ডেশন'র প্রধান নির্বাহী মোঃ আলী শিকদার, উৎস'র নির্বাহী প্রধান মোস্তফা কামাল যাত্রা, উপকূল সমাজ উন্নয়ন সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জোবায়রুল আলম, ভাফুসড'র সম্বনয়কারী মোঃ জসীমউদ্দিন খন্দকার, আইডিএফ'র প্রোগ্রাম পরিচালক সুদর্শন বড়ুয়া, যুগান্তর সমাজ উন্নয়ন সংস্থার'র পরিচালক সাইদুল আরেফিন, অপারাজেয় বাংলাদেশের জিনাত আরা বেগম, ইনসিডিন বাংলাদেশ'র পরিচালক মো রফিকুল আলম প্রমুখ।

সবশেষে অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী আজকের আলোচনা থেকে উঠে আসা বিষয়গুলো চর্চা ও বাস্তবায়নে সকলকে সমন্বিত উপায়ে অংশগ্রহণের আহবান জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু পূর্ণিমা আক্তারকে ঘাসফুল স্কলারশীপ ফান্ডের বৃত্তি প্রদান

গত ২৯ জুন ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ে সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরীর সভাপতিত্বে ঘাসফুল স্কলারশীপ ফান্ডের স্কুল উপকরণ ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো চট্টগ্রামের সহকারী পরিচালক মোঃ জুলফিকার আমিন। তিনি বলেন-সুবিধা বঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার মূলধারার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ঘাসফুলের উদ্যোগ বরাবরই আলাদা এবং ব্যতিক্রম। সরকারের সহযোগী হিসেবে শিক্ষা কার্যক্রমের কর্মসূচি গুণগতমানের সাথে পাল্লা দিয়ে সুবিধা বঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পাশে থাকা সংগঠন হিসেব এক অনন্য দৃষ্টান্ত যা কাজের মাধ্যমে ধরে রাখবে এবং চলমান থাকবে আশা করছি। বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন- ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, আউট অব স্কুল চিলড্রেন (সেকেন্ড চান্স এডুকেশন) প্রকল্প'র সমন্বয়কারী সিরাজুল ইসলাম। এসময় উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজার একাউন্টস শিপ্রা বড়ুয়া, প্রশিক্ষক জোবায়দুর রশীদ, সুপারভাইজার গুলশান আরা, শিক্ষক লিমা আকতার এবং উপকারভোগীর অভিভাবক সমুলা বেগম।

বার্ষিক সাধারণ সভা... ১ম পৃষ্ঠার পর

ঘাসফুল পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের মৃত্যু এবং জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন বরণ্য ব্যক্তিদের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ এর সদস্য জাহানারা বেগম। শোক প্রস্তাবে অর্ন্তভুক্ত ছিলেন ঘাসফুল-প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণ, প্রধান পৃষ্ঠপোষক মরহুম এম. এল. রহমান, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাবেক সভাপতি মরহুমা শাহানা আনিস ও মরহুমা হোসনেয়ারা বেগম, ঘাসফুল নির্বাহী কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি মরহুম প্রফেসর ডঃ মোশাররফ হোসেন, সাধারণ পরিষদ সদস্য মরহুম আব্বাসউদ্দিন চৌধুরী, মরহুম এডভোকেট আল মামুন চৌধুরী, ডা. মাহাতাবউদ্দিন হাসান, মোহাম্মদ নাসিমুজ্জামান, ঘাসফুলের অকৃত্রিম সুহৃদ ঘাসফুল প্রতিষ্ঠাতা পরাণ রহমানের প্রবাসী কন্যা শামীম রহমান রুবা, ঘাসফুল বার্তা'র উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্য লুৎফুন্নেসা সেলিম জিমি, ঘাসফুল এর নওগাঁ জোনে ধামইরহাট শাখার সহকারি কর্মকর্তা শাকিলা আক্তার, নিয়ামতপুর শাখার জুনিয়র অফিসার সোহাগ বাবু, বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক ও সভাপতি, স্বাধীনতা ও একুশে পদক প্রাপ্ত বিশিষ্ট লোক বিজ্ঞানী এবং গবেষক ও সভাপতি অধ্যাপক শামসুজ্জামান খান, প্রথিতযশা শিক্ষক ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসর মোহাম্মদ আলী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. মাহমুদুল হক, বিশিষ্ট সাংবাদিক আ.হ.ম.ফয়সল।

সভার এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনায় সাধারণ সম্পাদকের পক্ষে চলতি অর্থবছরের সংস্থার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংবলিত পূর্ণাঙ্গ বিবরণী তুলে ধরেন সংস্থার সিইও আফতাবুর রহমান জাফরী এবং কোষাধ্যক্ষের পক্ষে আর্থিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সংস্থার

উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মারুফুল করিম চৌধুরী। সভায় উপস্থিত সদস্যরা সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষের উপস্থাপিত বিবরণীর উপর আলোচনায় অংশ নেন এবং চলতি অর্থবছরের ঘাসফুল পরিচালিত সামগ্রিক উন্নয়নকর্মকান্ড এবং নতুন শুরু হওয়া প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি মূল্যায়নসহ আগামী অর্থবছরের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও করণীয় নির্ধারণ করেন। সভায় সংস্থার আগামী ২০২১ - ২০২২ অর্থবছরের বাজেট অনুমোদন, অডিটর নিয়োগ, আয়কর উপদেষ্টা নিয়োগসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অনুমোদন দেন। আলোচনায় বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপুর্ণ মতামত প্রদান করেন, সাবেক মুখ্যসচিব ও ঘাসফুল সাধারণ পরিষদের সদস্য জনাব আবদুল করিম, প্রফেসর ড. গোলাম রহমান, ডাঃ সেলিমা হক, নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ, যুগ্ম সাঃসম্পাদক কবিতা বড়ুয়া। আলোচনায় সাধারণ পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, গোলাম মোস্তফা, জাহানারা বেগম, ইয়াসমিন আহমেদ, নাজনীন রহমান, ডাঃ সেলিমা হক। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পরাণ রহমান পদকপ্রাপ্ত রাজিয়া সামাদ, ঘাসফুল এর পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) মফিজুর রহমান, উপপরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মারুফুল করিম চৌধুরী, সাবেক ঘাসফুল কর্মকর্তা নুদরাত এ করিম, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ, এমআইএস বিভাগের ব্যবস্থাপক শাহাদাত হোসেন, সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের কো-অর্ডিনেটর সিরাজুল ইসলাম, সহকারী ব্যবস্থাপক (পাবলিকেশন্স) জেসমিন আক্তার, প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা সৈয়দা নার্গিস আক্তার, জুনিয়র অফিসার আবদুর রহমান, এসআইএস বিভাগের জুনিয়র অফিসার শরীফ হোসেন মজুমদার প্রমুখ।

ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসুচি'র

হাটহাজারী উপজেলা ও নগরীর অক্সিজেন এলাকায় গাছের চারা বিতরণ

ঘাসফুল সামাজিক বনায়ন কর্মসুচি'র আওতায় গত ২১ ও ২২ জুন হাটহাজারী উপজেলায় অবস্থিত ঘাসফুল নজুমিয়াহাট শাখা এবং সরকারহাট শাখায় গাছের চারা বিতরণ করেন সংস্থার পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগের সহকারি পরিচালক শামসুল হক, এরিয়া ম্যানেজার মোহাম্মদ ওসমান এবং সংশিষ্ট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ বৃটিশ-আমেরিকান ট্যোবাকো কোম্পানীর সহায়তায় ঘাসফুল ১৯৯৭ সাল থেকে বিভিন্ন স্কুল,কলেজ, সামাজিক ক্লাব, মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির ও কর্ম-এলাকার স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে সামাজিক বনায়ন কর্মসুচি বাস্তবায়ন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় এবারে হাটহাজারী উপজেলা ও নগরীর অক্সিজেন এলাকায় বিভিন্ন শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সংস্থার উপকারভোগীদের মাঝে ফলজ, বনজ ও ঔষধিসহ বিভিন্ন জাতের পাঁচ হাজার গাছের চারা বিতরণ করা হয়। বিতরণকৃত শাখাগুলো হলো ঘাসফুল অক্সিজেন শাখা, নজুমিয়াহাট শাখা, চৌধুরীহাট শাখা, সরকারহাট শাখা এবং সমৃদ্ধি কর্মসুচি- মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়ন।

বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২১

বিভাগীয় ও জেলা সমাজসেবা কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, চট্টগ্রামের উদ্যোগে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের সহযোগিতায় গত ০২ এপ্রিল '১৪তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২১' উপলক্ষে স্বাস্থ্যবিধি মেনে আন্দরকিল্লাস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পুরাতন অফিস প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সরকারি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসহ ঘাসফুল ইয়েস ও সেকেন্ড চান্স এডুকেশন প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

সম্পাদকীয়

কোভিডকালীন বেড়ে যাওয়া শিশুশ্রম প্রতিরোধে বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন

প্রতিবছর ১২ জুন শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস পালিত হয়। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ছিলো 'মুজিববর্ষের আহ্বান, শিশুশ্রমের অবসান' আইএলও নির্ধারিত প্রতিপাদ্য Act Now. End Child Labour। কোভিড পরবর্তী পরিস্থিতিতে দিবসটি এবারে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এবং ইউনিসেফসহ এ সেক্টরে সরকারি-বেসরকারি যারা কাজ করছে তারা প্রত্যেকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দিবসটি পালন করছে। বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাণী দিয়েছেন। কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হয়েছে। বাণীতে রাষ্ট্রপতি বলেন, সরকার শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অঙ্গীকারবদ্ধ। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার বাণীতে শিশুশ্রম প্রতিরোধ ও শিশুদের কল্যাণে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট সকলকে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহ্বান জানিয়েছেন। জাতিসংঘ ২০২১ সালকে 'আন্তর্জাতিক শিশুশ্রম নিরসন বছর' হিসেবে ঘোষণা করেছে। আমরা জানি, কোভিডকালীন সময়ে বহু শিশু পরিবারের আহার যোগাতে গিয়ে বিভিন্ন শ্রমে নিযুক্ত হয়েছে। শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়েছে। বাল্যবিয়ের শিকার হয়ে বহু কন্যাশিশু স্বামীর ঘরে গৃহশ্রমে নিযুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ৮.৭ অর্জনের জন্য ২০২৫ সালের মধ্যে দেশ থেকে সকল ধরনের শিশুশ্রম নির্মূল করার ব্যাপারে কাজ করে আসছিল। সেই লক্ষ্য অর্জনের দিকে যখন দেশ এগিয়ে যাচ্ছিল, তখন মহামারি কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়ার ফলে সেই অগ্রগতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। শিশুশ্রম নির্মূলের ব্যাপারে সরকারের এখন পর্যন্ত যতখানি সফলতা এসেছে তা হুমকির মধ্যে পড়ে। বাংলাদেশে সবচেয়ে অনিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রয়েছে গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুশ্রম ব্যবস্থায়। অনেক গৃহকর্মী শিক্ষাবঞ্চিত হওয়ার পাশাপাশি অমানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে অহরহ। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও'র সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ঢাকার বাসাবাড়ীতে প্রায় দেড় লাখ শিশু কাজ করে। এই শিশুরা সাধারণত গ্রাম থেকে আসে। কোভিড-১৯ এর কারণে এরকম কত শিশু শ্রমে যুক্ত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান নেই, তবে যে কোন সচেতন নাগরিক আশেপাশে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে অনেক শিশু নতুন করে কাজের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ছে। গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের ক্ষেত্রে মনিটরিং জোরদার করার পাশাপাশি এসব শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে। যদি এরকম সকল শিশুদের স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করা সম্ভব হয় তাহলে স্ব-স্ব স্কুলের মাধ্যমে এসব শিশুর সুরক্ষা, নিরাপত্তা মনিটরিং সহজ হয়। আবার জলবায়ুজনিত দুর্যোগ, নদী ভাঙনে বাস্তুভিটা হারিয়েও অনেক শিশু পরিবারের সাথে শহরে আসে এবং শ্রমে নিযুক্ত হচ্ছে। শহরের গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুরা হারাচ্ছে দুরন্ত শৈশব। পড়াশোনা দূরের কথা, অনেক সময় দেখা যায় অসুস্থ হলে চিকিৎসাও হয় না। সংস্থাটির হিসেবে বিশ্বে প্রায় ১৬ কোটি ৮০ লাখ শিশু নানাভাবে শ্রম দিচ্ছে। এদের মধ্যে প্রায় সাড়ে আট কোটি শিশু নানা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রমে নিয়োজিত। আমরা জানি, শিশুশ্রম নিরসনে ২০১০ সালে প্রণীত 'জাতীয় শিশুশ্রম-নিরসন নীতিমালা' বাস্তবায়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। শিশুশ্রম নির্মূলে জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কমিটি গঠনের মাধ্যমে চারস্তর বিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে, এ পর্যন্ত মোট আটটি শিল্পখাতকে শিশুশ্রমমুক্ত করা হয়েছে। এসডিজিকে সামনে রেখে ২০২৫ সাল পর্যন্ত জাতীয় কর্মপরিকল্পনার মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'জাতীয় শিশুশ্রম কল্যাণ পরিষদ' কাজ করছে। গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে 'গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি-২০১৫' প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশের শিশুশ্রম নিরসনে আরো কার্যকর ও যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা কমিটিগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করা প্রয়োজন। শিশুশ্রম নিরসনে সমন্বয়, পারস্পরিক যোগাযোগ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ে চট্টগ্রামে "বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদ-চট্টগ্রাম" নামের একটি সফল উদ্যোগ রয়েছে, যা দেশের অন্যান্য জেলায়ও অনুকরণীয় হয়ে উঠতে পারে। "বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদ-চট্টগ্রাম" সরকারি-বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সমূহের সমন্বিত নেটওয়ার্ক এবং শিশুশ্রম প্রতিরোধে কার্যকর একটি প্ল্যাটফর্ম। এ প্ল্যাটফর্মের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে শিশুশ্রম হ্রাসকরণে অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে। বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদ্‌যাপন পরিষদ চট্টগ্রাম' গড়ে উঠে মুলত ২০১০ সালে। এ দীর্ঘ পথপরিক্রমায় এই নেটওয়ার্কিং সংগঠনটি বিগত উদযাপিত দিবসগুলোতে চট্টগ্রামের সকল উচ্চপদস্থ সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, বিশিষ্ট সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সমাজকর্মী ও উন্নয়নকর্মীদের অপূর্ব এবং অনবদ্য সংযোগ সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে। বলা যায়, বিশ্ব শিশুশ্রম প্রতিরোধ দিবস উদযাপন পরিষদ-চট্টগ্রাম দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে শিশুশ্রম প্রতিরোধে চট্টগ্রামের সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি-বেসরকারি দায়িত্বশীল, শ্রমজীবী কমিউনিটি'র প্রতিনিধি, শিশুদের চাকুরীদাতা সংগঠনের প্রতিনিধি, রাজনীতিবিদ, আইনবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক, সমাজকর্মী, নাট্যকর্মী, সংবাদকর্মীসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের প্রতিনিধিদের একই মঞ্চে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে- যা শিশুশ্রম নিরসনে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা নির্ধারণে সহায়তা এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। এ সবকিছু সম্ভব হয়েছে সংঘবদ্ধতার কারণে, ঐক্যের কারণে, পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় ও কাজের সমন্বয় সাধনের কারণে। আমরা বিশ্বাস করি, শিশুশ্রম নিরসনে লক্ষমাত্রা অর্জনে সংঘবদ্ধ কাজ করার কোন বিকল্প নেই। সুতরাং শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় কোভিড-১৯ এর কারণে যে সকল বাধা তৈরী হয়েছে তা নিরসনে এই সেক্টরে কর্মরত সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরো বেশী সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। গতানুগতিক পন্থায় কাজ না করে কোভিডকালীন বেড়ে যাওয়া শিশুশ্রম প্রতিরোধে বিশেষ উদ্যোগ প্রয়োজন।

উপ-সম্পাদকীয়

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অগ্রাধিকার জরুরী

ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী

সমাজবিজ্ঞানী ও সিনেট সদস্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং চেয়ারম্যান, ঘাসফুল।

২০২১ সাল বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীর বছর। পঞ্চাশ বছর একটি জাতির জন্য খুব বেশি সময় না হলেও একেবারে কমও না। একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামের জাতি রাষ্ট্রের অভ্যুদয়। সে সময় অনেক বিদেশী বিশ্লেষক বাংলাদেশের স্বাচ্ছন্দে টিকে থাকা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন আর হেনরী কিসিঞ্জার তো "Bottomless basket বা তলাবিহীন ঝুড়ি" বলেই উপহাস করেছিলেন। তখন বাংলাদেশের লোক সংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি আর পঞ্চাশ বছর পর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশের লোক সংখ্যা ১৬.১৭ কোটি (বি.বি.এস.), পুরুষ ৮.১০ কোটি, নারী ৮.০৭ কোটি। লক্ষণীয় যে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৬৮ শতাংশ মানুষের বয়স ১৫ থেকে ৫৯ এর মধ্যে। জনমিতির পরিভাষায় এটাকে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বা জনসংখ্যার বোনাসকাল, সুফল বলা হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশে এখন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর চেয়ে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী বেশি। স্বাক্ষরতার হার ৭৪.৭শতাংশ, গড় আয়ু ৭২বছর ৩মাস এর মধ্যে পুরুষের আয়ু ৭০.৮ বছর আর নারীর আয়ু ৭৩.৮ বছর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৩ শতাংশ, মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৫.১জন। মাথাপিছু আয় ২২২৭ মার্কিন ডলার। জনসংখ্যায় বিশ্বে অষ্টম বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশ, যদিও আয়তনে বিশ্বে ৯২তম। ২০১৯-২০ অর্থবছরের প্রবৃদ্ধির সাময়িক হিসাব ৫.২ শতাংশ, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৬.২ শতাংশ। আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ৫.১শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করেছে বিশ্ব ব্যাংক। কিন্তু অর্থমন্ত্রী বাজেট লক্ষ্য ঠিক করেছেন ৭.২ শতাংশ।

পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) ও ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গর্ভন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলাপমেন্টের (বিআইজিডি) এক জরিপে জানা যায়, কোভিডের আঘাতের দেশে নতুন করে গরিব হয়েছে ২ কোটি ৪৫ লাখ মানুষ, যা জনসংখ্যার ১৪.৭৫ শতাংশ। ২০২০ সালের জুনে দারিদ্রের হার ছিল ২১.২৪ শতাংশ। অপর বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সাউথ এশিয়ান নেট ওয়ার্কিং অন ইকোনমিক মডেলিংয়ের (সানেম) এক প্রতিবেদনে বলা হয় করোনার প্রভাবে দেশে সার্বিক দারিদ্র্যের হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪২ শতাংশ। অর্থমন্ত্রী এসব জরিপের তথ্য উপাত্ত আমলে নিচ্ছেন না। বরং তিনি প্রশ্ন তোলেন, যাদের কাছে তালিকা আছে ২ কোটি, ১ কোটি বা ১০জনের। আগে জানা দরকার এই তথ্য তাঁরা কোথায় পেলেন? অর্থমন্ত্রী বলেন, গবেষণা করার জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আছে। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যতদিন তথ্য পাওয়া না যাবে, ততদিন অন্য প্রতিষ্ঠানের তথ্য গ্রহণ করার সুযোগ নেই (প্রথম আলো, ১০জুন ২০২১)।

অমিত সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ। ভূ-রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বাংলাদেশ সেটা ভারত, চীন, জাপান, রাশিয়া, আমেরিকা সবারই কাছে। কথা আছে, 'Connectivity is productivity - এ নীতিতেই এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। ২০১৮ সালে এইচএসবিসি ভবিষ্যতবাণী করেছিল ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৬তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। বৃটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা Center for Economic and Business Research এর world Economic league Table ২০২১ অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখন যে ধরণের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতি। ২০২০ সালের সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। বাংলাদেশের এ অর্জনের নায়ক হচ্ছে এদেশের জনগণ - একা সরকার নয়। এখানে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ছিল, সুশাসনের ঘাটতি বরাবরই ছিল, ক্রোণী ক্যাপিটাল - স্বজনতোষী বা চেলাচামুন্ডাদের অর্থনীতি এবং দুর্নীতি জ্যামিতিক হারে বেড়েই চলেছে। কিন্তু তারপরও দেশ এগিয়ে গেছে, এগিয়ে নিয়েছে জনগণ। এক্ষেত্রে ফরেন রেমিট্যান্স, কৃষি, রপ্তানী আয়, সেবাখাত, শিল্পায়ন, বিদেশী ঋণ-সাহায্য এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের অবদান উল্লেখ্যযোগ্য। ২০০৯ সাল থেকে টানা ক্ষমতায় আছে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার। উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সরকারের রয়েছে রূপকল্প ২০৪১ এবং তা বাস্তবায়নে রয়েছে অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ১০০ বছরের ডেল্টা প্ল্যান বা বদ্বীপ পরিকল্পনা, ব্যাপক শিল্পায়ন, কৃষি সহায়তা, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যকার নানা কার্যক্রম। মানুষের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকার, দেশীয় উন্নয়ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা সমূহেরও কার্যকর ভূমিকা রয়েছে।

উন্নয়ন - গ্রোথ বা প্রবৃদ্ধির মূলে রয়েছে সরকারের মেগা প্রকল্পসমূহ: পদ্মাসেতু, রূপপুর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা বন্দর, মেট্রোরেল, ঢাকা-চট্টগ্রাম চারলেন প্রকল্প, কর্ণফুলী টানেল, মহেশখালী-মাতারবাড়ি ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভভুক্ত গভীর সমুদ্র বন্দর, বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজা'র উদ্যোগে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়া ইত্যাদি ইত্যাদি। এছাড়াও অবকাঠামোগত উন্নয়নেরও বিরাট অবদান রয়েছে। লক্ষণীয় এ উন্নয়ন কর্মযজ্ঞের সাথে দুর্নীতি, আত্মসাৎ ও অপচয় সহগামী হয়েছে। যেমনটি বলেছেন জনপ্রিয় লেখক আনিসুল হক, "আমাদের দেশে প্রতি কিলোমিটার সড়ক নির্মাণের খরচ সারা পৃথিবীর মধ্যে বেশি। ভারতের চেয়ে এই ব্যয় প্রায় ৫গুণ বেশি। লোকে প্রশ্ন করে, বাংলাদেশে কি সোনা দিয়ে রাস্তা বানানো হয়? এবং আমরা আরেকটা রেকর্ড তো করেছি। আমরা বড়লোক উৎপাদনে পৃথিবীর ১নম্বর দেশ হয়েছি, চীনকে ও ছাড়িয়ে গেছি। ... বিদেশে টাকা পাচারেও শীর্ষ তালিকায় নাম লেখাচ্ছি" (আনিসুল হক, প্রথম আলো ২৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮)। বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঈর্ষণীয় সাফল্য সরকারের। সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে বর্তমানে দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ নেটওর্য়াকের আওতায়। তবে বিদ্যুৎ খাত নিয়ে ১৮মার্চ ২০২১ সিপিডি আয়োজিত সেমিনারের অভিমত আমলযোগ্য: "সেমিনারে, 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতের প্রস্তাবিত মহাপরিকল্পনা: বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো, পদ্ধতি ও প্রভাবিত করার নিয়ামক প্রেক্ষিত' শীর্ষক খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম উপস্থাপিত নিবন্ধে বলা হয়, জিডিপিতে বছরে বিদ্যুৎ খাতের অবদান বেড়েছে ১৬.৩ শতাংশ। অন্য যে কোন খাতের চেয়ে এটি বেশি। রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় করে দেশের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র বানানোর ফলে, বর্তমানে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার ৪১% বসে আছে। সিপিডি মনে করে এ অবস্থা তৈরি হয়েছে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির উপর ভর করে অতিরিক্ত চাহিদার প্রাক্কলনের কারণে, এটাই বিদ্যুৎখাতে নেওয়া মহাপরিকল্পনার বড় দুর্বলতা। নগরায়ন, শিল্পখাতের বিকাশ মূল্যায়ন করে বিদ্যুতের চাহিদা নির্ধারণ করতে হবে। বাপেক্সের মতো রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানোরও তাগিদ দেন তারা। সিপিডি জানায়, বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান মহাপরিকল্পনা করা হয়, ২০১৬ সালে, এটি করে জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা)। ২০১৮ সালে এটি এক দফা সংশোধন করা হয়। নতুন করে মহাপরিকল্পনার খসড়া তৈরি করতে ইতোমধ্যে জাইকার সঙ্গে চুক্তি করেছে সরকার। অনুষ্ঠানে সিপিডির সম্মানীয় ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, নতুন মহাপরিকল্পনায় বিদেশিদের সহায়তা নেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞ ও সামাজিক বিজ্ঞানীদের যুক্ত করা জরুরী। বাণিজ্যিক স্বার্থ নয়, জাতীয় ও ভোক্তা স্বার্থ গুরুত্ব দিতে হবে। জাপানের রাষ্ট্রদূত ইতো নাওকি বলেন, ২০৪১ সালের রূপকল্প অনুসারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তন ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী এবং সবার জন্য জ্বালানী নিশ্চিত করার বিষয় বিবেচনায় নিয়েই মহাপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

২০১০ সালে করা মহাপরিকল্পনার ৬০ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে উল্লেখ করে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ম. তামিম বলেন, দীর্ঘ মেয়াদে নেওয়া পরিকল্পনায় ভুল মূল্যায়নের কারণে চাহিদার অতিরিক্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্র করা হয়েছে। শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি নিয়ে পূর্বাভাস মেলেনি। তাই স্বল্প মেয়াদি পরিকল্পনা নেওয়া দরকার। অর্থনীতিবিদ আনু মুহম্মদ জোর দেন নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহারের উপর। তিনি বলেন, সারা দুনিয়া পারমাণবিক ও কয়লা বিদ্যুৎ থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছে। আর বাংলাদেশ সেই বিদ্যুতের দিকে ঝুঁকছে। সরকার জাতীয় স্বার্থ দেখে না। সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বহুজাতিক কোম্পানি এবং রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের লবিষ্টরা প্রভাব বিস্তার করেন। তবে বিদ্যুৎ বিভাগের নীতি গবেষণা প্রতিষ্ঠান পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক মোহাম্মদ হোসেন উল্লেখ করেন সরকার শূন্য কার্বন নিঃসরণে যাওয়ার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছে" (প্রথম আলো, ১৯ মার্চ ২০২১)। উল্লেখ্য অলস পড়ে থাকা কুইক রেন্টাল প্রজেক্টের জন্য গচ্ছা দিতে হচ্ছে বিশাল অংকের টাকা।

এ প্রকৃতির গ্রোথ বা উন্নয়নকে 'Sprawl Development, development without governance and transparency' বলে আখ্যায়িত করেন অর্থনীতিবিদ-সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ। অনেকেই এটাকে কর্মসংস্থান বিহীন অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির একটা পর্যায় বলে মনে করেন। নানা সীমাবদ্ধতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্বেও স্বল্পোন্নত দেশ থেকে পূর্ণ উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার যোগ্যতা অর্জন অবশ্যই গৌরবের এবং উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বড় মাইলফলক। বাংলাদেশ এখন পাকিস্তানের তুলনায় ৪৫শতাংশ বেশী ধনী, অথচ ১৯৭১সালে পাকিস্তান ছিল বাংলাদেশশের তুলনায় ৭০ শতাংশ বেশী ধনী। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় ২২২৭ মার্কিন ডলার আর পাকিস্তানের মাথা পিছু আয় ১৫৪৩ মার্কিন ডলার। এটাতে আত্মতুষ্টিতে না ভোগে মূল লক্ষ্য ২০৪১ সালে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে হলে আশু করণীয় :

১) এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী রপ্তানী বাণিজ্য ও অন্যান্য সংকট মোকাবেলায় যথা করণীয় স্থির করে চটজলদি সক্ষমতা অর্জনের পথচলা শুরু করা : গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২১ জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি) স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে পূর্ণ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের নাম সুপারিশ করেছে। সব কিছু ঠিক থাকলে ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে বের হয়ে যাবে বাংলাদেশ। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়ার পর আরো ১২ বছর বাণিজ্য সুবিধা অব্যাহত রাখার প্রস্তাব ডব্লিউটিওর জেনারেল কাউন্সিলে (সাধারণ পরিষদে) উত্থাপন করেছে ডিসেম্বর ২০২০ এলডিসির চেয়ার হিসেবে আফ্রিকার দেশ চাদ। ডব্লিউটিতে এ প্রস্তাব পাশ হলে বাংলাদেশসহ ১২টি দেশ ২০৩৮ সাল পর্যন্ত এলডিসি হিসেবে প্রাপ্ত বাণিজ্য সুবিধা ভোগ করবে। চাদের প্রস্তাবটি বাংলাদেশের জন্য বেশ গুরুত্বপূর্ণ কারণ ডব্লিউটিওর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে বাণিজ্য সুবিধা হারালে এলডিসি উত্তরণের পথে থাকা ১২টি দেশের যে পরিমাণ ক্ষতি হবে এর ৯০ শতাংশই হবে বাংলাদেশের। রপ্তানী খাতেই হবে বড় চ্যালেঞ্জ। পণ্য রপ্তানীতে শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা থাকবে না বিধায় প্রতিযোগিতার মুখে পড়বে তৈরী পোষাক, বস্ত্র, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, ঔষধ শিল্প, মাছ ও হিমায়িত খাদ্য ইত্যাদি। তাছাড়া শিল্প ও কৃষিখাতে ভর্তুকি, রেমিটেন্স আনায় নগদ সহায়তা ইত্যকার বিষয়েও আপত্তি উঠতে পারে। সহজ শর্তের ঋণ বা বৈদেশিক সাহায্য পাওয়াও কঠিন হবে। নতুন শিল্পকে প্রণোদনা দেওয়ার শর্ত ও কঠিন হবে। ডব্লিউটিওর হিসাব অনুযায়ী এলডিসি থেকে উত্তরণ হলে বছরে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানি ৫৩৭ কোটি ডলার বা ৪৫ হাজার ৬৪৫ কোটি টাকা কমতে পারে। অন্যমতে বছরে প্রায় ২৫০ কোটি ডলার বা ২১ হাজার কোটি টাকার সমপরিমাণ রপ্তানি আয় কমবে। এ ধকল সামলানোর জন্য নিজস্ব সক্ষমতা বাড়ানোর কোন বিকল্প নেই। আশু করণীয় হতে পারে বিনিয়োগের সহজ পরিবেশ সৃষ্টি, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অন্তর্ভুক্তিমূলক মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়ন, কৃষি, সর্বোপরি দুর্নীতি মুক্ত ও সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। বৈষম্য, অসমতা হ্রাস এবং বিরাজিত বাণিজ্য সুবিধাগুলো ধরে রাখার জন্য অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করতে হবে।

২) অতিমারী কোভিড -১৯ অভিঘাত সামাল দেয়া: ২০১৯ এর ডিসেম্বরে চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর

থেকেই করোনা ভাইরাস সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলাদেশে ৮মার্চ ২০২০ প্রথম সংক্রমণ ধরা পড়লে ১৭ মার্চ থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ বন্ধ, ২৬ মার্চ থেকে ৩০ মে ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় এবং ৩১ মে ২০২০ থেকে সীমিত আকারে কার্যক্রম শুরু করা হয় - জীবন এবং জীবিকা দু'টোই রক্ষার তাগিদে। ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য, ক্ষুদ্রশিল্প, ক্ষুদ্রঋণ ইত্যকার ভুক্তভোগী ও ক্ষতির শিকার হওয়া অংশীজনদের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য তথা করোনার প্রভাব থেকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ১লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকার ২৩টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের কাজ চলছে। এতে রপ্তানীমুখী গার্মেন্টস খাতসহ, ব্যবসা, শিল্প বাণিজ্য প্রায় সব ক্ষেত্রেই 'New Normal নতুন স্বাভাবিকতায়' প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে এসেছে এবং অগ্রগতিও আশাব্যঞ্জক। করোনাকালে সরকারি উদ্যোগে নিম্নবিত্ত ও হতদরিদ্র মানুষের মাঝে ত্রাণ ও নগদ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়। পাশাপশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও ব্যক্তি উদ্যোগেও মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার দৃষ্টান্ত অনুকরণীয়। সংখ্যার বির্তকে না গিয়েও এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে করোনার কারণে দারিদ্রের হার বেড়েছে। লক্ষণীয় যে, ২০২১ সালের মার্চ মাসের ৩য় সপ্তাহ থেকে দেশে আবারো করোনা ভাইরাসে নতুন শনাক্ত রোগী, শনাক্তের হার এবং মৃত্যু বাড়ছে। অতিমারী করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে ৫এপ্রিল ২০২১ থেকে দফে দফে লক ডাউন/ বিধি নিষেধের পর আবারো জীবন-জীবিকার তাগিদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বাদে সবকিছুই মোটামুটি চলছিল। সীমান্তবর্তী ১৫টি জেলায় আবারো ব্যাপক সংক্রমণ, সনাক্ত ও মৃত্যুর প্রেক্ষিতে স্থানীয় পর্যায়ে কঠিন লকডাউন কার্যকর করা হচ্ছে। আগামী ১৫ জুলাই পর্যন্ত বিধি নিষেধ চলবে। জনস্বাস্থ্যবিদরা বলছেন, করোনার তৃতীয় ঢেউ'র আশংকা ও রয়েছে। তারপরও প্রবৃদ্ধি এবং রেমিটেন্স প্রবাহেও কোন নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। মে ২০২১ বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৪৪.৯৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু সন্দেহ সংশয় হচ্ছে অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত তৈলাক্ত বাশেঁর চুড়ায় উঠার মতো হবেনা তো?

৩) টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০৩০ অর্জনের জন্য কার্যকর উদ্যোগ জরুরী: Millennium Development Goals (MDG) সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার সাফল্যের পর ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (২৫-২৭ সেপ্টেম্বর) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ২০১৫-২০৩০ মেয়াদে ১৭টি লক্ষ্য ও ১৬৯টি টার্গেট অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে Sustainable Development Goals–SDG টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়। মানব জাতির কল্যাণে রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক অঙ্গীকারকৃত লক্ষ্যসমূহ : (১) দারিদ্র নির্মূল (২) ক্ষুধা মুক্তি (৩) সুস্বাস্থ্য (৪) মান সম্পন্ন শিক্ষা (৫) লিঙ্গ সমতা (৬) বিশুদ্ধ পানি ও পয়োঃ নিষ্কাশন (৭) সাশ্রয়ী ও নবায়ন যোগ্য জ্বালানি (৮) উপযুক্ত কাজ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (৯) শিল্প, উদ্ভাবন ও অবকাঠামো (১০) বৈষম্য হ্রাস (১১) টেকসই শহর ও জনগণ (১২) পরিমিতি ভোগ (১৩) জলবায়ু বিষয়ক পদক্ষেপ (১৪) পানির নিচে প্রাণ (১৫) স্থলভাগের জীবন (১৬) শান্তি ও ন্যায় বিচার (১৭) লক্ষ্য অর্জনে অংশীদারিত্ব।

এ লক্ষ্য সমূহ অর্জনে সরকার অঙ্গীকারাবদ্ধ। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, দেখভাল ও সমন্বয়ের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে দায়িত্বে ন্যস্ত রয়েছেন একজন সচিব। সরকারি উদ্যোগের পাশাপশি রয়েছে দু'টি নাগরিক উদ্যোগ। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ'র নেতৃত্বে পিকেএসএফ'র পার্টনার ২০০টি এনজিও'র সহযোগে একটি গ্রুপ এবং অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে দেশী এবং আন্তর্জাতিক এনজিও এবং দাতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সিটিজেন প্ল্যাটফরম সক্রিয় রয়েছে এসডিজি কার্যক্রম বাস্তবায়নে। তাছাড়াও রয়েছে নানা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত উদ্যোগ। এসডিজি'র সাফল্য সদস্য রাষ্ট্র সমূহের কার্যকরী ভূমিকার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশ এমডিজি'র লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়েছে। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসডিজি সম্মেলন ২০১৫ এ তাঁর বক্তৃতায় এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ অর্জনে বাংলাদেশের দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা ব্যক্ত করে বলেন, ".... As we surprised the world with our MDG achievements. We are committed to lead by example again in case of SDG. In our journey, no one will be left behind as we aspire to build a just progressive, peaceful and prosperous Bangladesh. Let us commit our will and wealth for our present and future."

আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দৃঢ় অঙ্গীকারে আস্থাশীল ও আশাবাদী।

জয়তু বাংলাদেশ।

আনন্দমুখর পরিবেশে ঘাসফুল'র ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত

২২মে ঘাসফুল'র উদ্যোগে সংস্থার সকল আঞ্চলিক ও বিভাগীয় প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ঈদ পুনর্মিলনী ২০২১ চট্টগ্রাম বাদশা মিয়া চৌধুরী রোডস্থ ঘাসফুল প্রধান কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক ভার্চুয়াল সভা সংস্থার পরিচালক (অপারেশন) ফরিদুর রহমান'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে সকলকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী। এসময় অনলাইনে যুক্ত হয়ে সবাইকে ঈদ শুভেচ্ছা জানান ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য প্রফেসর ড. জয়নাব বেগম ও পারভীন মাহমুদ এফসিএ, সংস্থার প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপ-পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ বিভাগের সহকারী পরিচালক খালেদা আক্তার, সহকারী পরিচালক (মাইক্রোফিন্যান্স বিভাগ) শামসুল হক ও সাইদুর রহমানসহ সকল এরিয়া ম্যানেজার,অডিট ও মনিটরিং বিভাগের ব্যবস্থাপক, প্রশাসন বিভাগের ব্যস্থাপক এমআইএস বিভাগের ব্যবস্থাপক, সহকারী ব্যবস্থাপক পাবলিকেশন, স্বাস্থ্য বিভাগ, শাখা ব্যবস্থাপক, শাখা হিসাব রক্ষক, ক্রেডিট অফিসার এবং বিভিন্ন প্রকল্পের সমন্বয়কারীগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ ও সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন-ঘাসফুলের চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী। অংশগ্রহণকারীরা করোনাকালীণ সময়ে ঈদ-উদ্‌যাপন,মাঠ পর্যায়ের অভিজ্ঞতা, জীবন ও জীবিকা ইত্যকার বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন-আদিবা তারান্নুম, জবা আক্তার, পলাশ রঞ্জন বসাক, আনোয়ার হোসেন, টুটুল কুমার দাশ, সিরাজুল ইসলাম, মোস্তাফিজুর রহমান, বেলাল হোসেন। কবিতা আবৃত্তি করেন ইমরানা নাসরিন, মেহেদী হাসান, ফরিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে দলীয় সঙ্গীত পরিবেশন করেন গুলশান আরা, ফরিদা ইয়াসমীন ও ইমরানা নাসরিন।

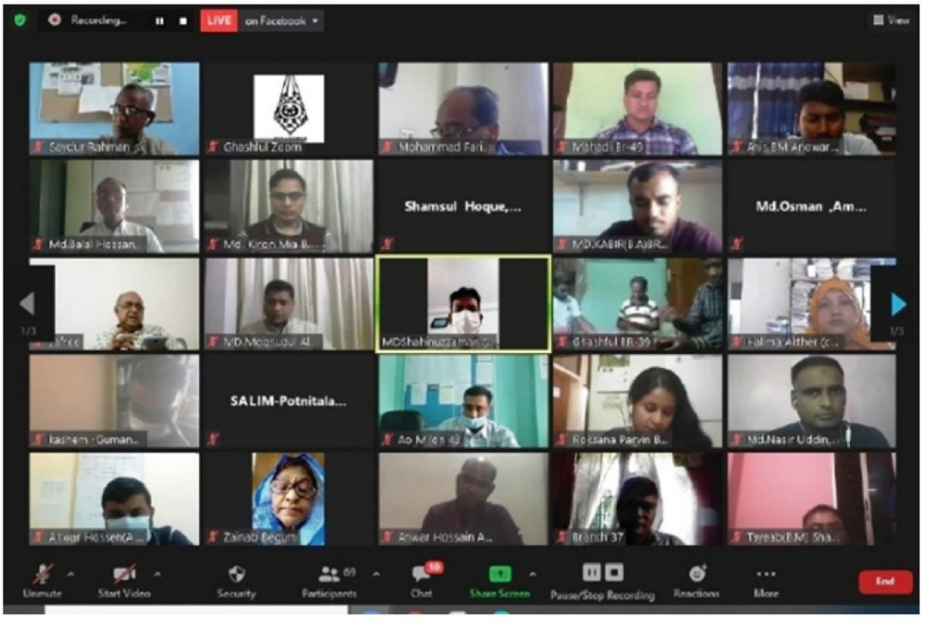

ইয়েস প্রকল্প সংবাদ

ড্রেস মেকিং ও টেইলরিং প্রশিক্ষণার্থীদের উপকরণ ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান

২৩ জুন প্রকল্প কার্যালয়ে সমাজসেবা কার্যালয়-৩ এর অধীনে ড্রেস মেকিং ও টেইলরিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারী ২০ (বিশ) জন নারী উপকারভোগী প্রশিক্ষণার্থীকে উপকরণ ক্রয়ের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প সমন্বয়কারী রবিউল হাসান, প্রোগ্রাম অফিসার গৌতম কুমার শীল, জসিম উদ্দিন, জেরিন হায়দার চৌধুরী ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ। উল্লেখ্য মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন এর সহযোগিতায় ও ইউকেএইড'র অর্থায়নে ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্প গত ২০১৯ সাল হতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বারো (১২) টি ওয়ার্ডে কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং প্রকল্পের কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করছে জেলা সমাজসেবা অফিস-৩ (দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) ও ইউসেপ বাংলাদেশ।

জীবন দক্ষতা সেশন পরিচালনা

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্প এর আওতায় চলমান কোভিড-১৯ সময়কালে অনলাইনে বিভিন্ন কমিউনিটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জীবন দক্ষতা সেশন পরিচালনা করা হয়। গত তিন মাসে ৭২টি জীবন দক্ষতা সেশনে ৬১১জন উপকারভোগী সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ৭২টি সেশনের মধ্যে ৪৮টি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জালালাবাদ, পাঁচলাইশ, চান্দগাঁও, পশ্চিম ষোলশহর, শুল্কবহর, উত্তর পাহাড়তলী, সরাইপাড়া, দক্ষিণ পাহাড়তলী, বাগমনিরাম, গোসাইলডাঙ্গা, ফিরিঙ্গিবাজার ওয়ার্ডের বিভিন্ন কমিউনিটি পর্যায়ে এবং বাকী ২৪টি সেশন চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিচালনা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে, পাহাড়তলী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, কুইয়াশ বুড়িশ্চর শেখ মোহাম্মদ সিটি কর্পোরেশন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, পাথরঘাটা সিটি কর্পোরেশন কলেজ, হোসেন আহমদ সিটি কর্পোরেশন কলেজ, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন মহিলা কলেজ, দেওয়ানহাট সিটি কর্পোরেশন কলেজ, বায়তুশ শরফ আদর্শ কামিল মাদ্রাসা এবং দারুল উলুম মাদ্রাসা। সেশন পরিচালনা করেন, ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা গৌতম কুমার শীল, জসিম উদ্দিন ও জেরিন হায়দার চৌধুরী। ফ্যাসিলিটেট করেন প্রকল্পের ফ্যাসিলিটেটর কামরুন নাহার, সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার ও নিবেদীতা পাল। আয়োজনে সহায়তা করেন ইয়ুথ ভলান্টিয়ার মল্লিকা দাশ, তানজিনা জাহান ও ফাতেমা আক্তার।

ইয়েস প্রকল্প সংবাদ

নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সম্পন্ন

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্প কার্যালয়ে গত তিন মাসে নেতৃত্ব উন্নয়ন বিষয়ক সর্বমোট ০৮টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সম্পন্ন হয়। প্রশিক্ষণ গুলোর মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল যুব ও সামাজিক সম্প্রীতি বিনির্মাণে দক্ষ যুবদের মাঝে সামাজিক নেতৃত্বের গুণগত উপাদানগুলো ছড়িয়ে দেয়া। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী সমূহ পরিচালনা করেন, ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার গৌতম কুমার শীল, জসিম উদ্দিন ও জেরিন হায়দার চৌধুরী। ফ্যাসিলিটেট করেন প্রকল্পের ফ্যাসিলিটেটর কামরুন নাহার, মোঃ ইসমাইল হোসেন সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার ও নিবেদীতা পাল। আয়োজনে সহায়তা করেন ইয়ুথ ভলান্টিয়ার মল্লিকা দাশ, তানজিনা জাহান ও ফাতেমা আক্তার।

জীবন দক্ষতা সনদপত্র প্রদান

মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (এমজেএফ) এর সহযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন ইয়েস প্রকল্প বিগত ২০১৯ সাল হতে ২০২১ এর জুন পর্যন্ত নগরীর ১২টি ওর্য়াড ও ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়) এর প্রায় ৫,০০০ (পাচঁ হাজার) তরুণ-তরুণীদের মাঝে জীবন দক্ষতার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন সেশন ও অধিবেশনের মাধ্যমে। এ কার্যক্রমের সমাপ্তি ঘটে ওর্য়াড/কমিউনিটি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্তরের উপকারভোগীদের মাঝে সনদপত্র প্রদানের মাধ্যমে। প্রকল্পের পক্ষ হতে এই সনদপত্র প্রদান কার্যক্রমে যুক্ত ছিলেন ঘাসফুল ইয়েস প্রকল্পের প্রকল্প কর্মকর্তা গৌতম কুমার শীল, জসিম উদ্দিন ও জেরিন হায়দার চৌধুরী। ফ্যাসিলিটেট করেন প্রকল্পের ফ্যাসিলিটেটর কামরুন নাহার, নিবেদীতা পাল ও সৈয়দা ফাহমিদা আক্তার। আয়োজনে সহায়তা করেন ইয়ুথ ভলান্টিয়ার মল্লিকা দাশ, তানজিনা জাহান ও ফাতেমা আক্তার।

সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (সেপ) সংবাদ

পরিবেশ ক্লাবের সভা অনুষ্ঠিত

গত তিন মাসে নিয়ামতপুর শাখায় 'পরিবেশ ক্লাব'র ২টি ও সাপাহার শাখায় 'বাগানবিলাস পরিবেশ ক্লাব'র ১টি মোট তিনটি মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলোতে ম্যাংগো ব্যাগ, ফেরোমন ট্র্যাপ, ইয়োলো ও ব্লু ট্র্যাপের ব্যবহারবিধির প্রশিক্ষণ ও এর প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং লিড মাইক্রো এন্টারপ্রেনিউরগণের মাঝে ম্যাংগো ব্যাগ, ফেরোমন ট্র্যাপ, ইয়োলো ও ব্লু ট্র্যাপসহ সাইনবোর্ড বিতরণ করা হয়। উভয় শাখার সভাগুলোতে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ ক্লাবের সভাপতি নিয়ামতপুর উপজেলা চেয়ারম্যান বজলুর রহমান নঈম ও সাপাহার উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব মোঃ শামসুল আলম শাহ্ চৌধুরী। এসময় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের নিয়মিত সদস্য এবং প্রকল্প কর্মকর্তাগণ। সভাগুলো পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের ও পরিবেশ কর্মকর্তা মোসাব্বির আহমেদ।

ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের রিফ্রেশমেন্ট ওয়ার্কশপ

সাপাহার শাখায় গত ০২জুন 'আম সংগ্রহ ও প্যাকেজিং' শীর্ষক ঋণ গ্রহীতা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে এক রিফ্রেশমেন্ট ওয়ার্কশপ সাপাহার কৃষি উপজেলা প্রশিক্ষণ মিলানায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্কশপটি পরিচালনা করেন সাপাহার উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা মোঃ মুজিবর রহমান। তিনি আম সংগ্রহ ও প্যাকেজিং নিয়ে সরকারি বিধিনিষেধ ও নির্দেশনাসমূহ সম্পর্কে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের (আমচাষী) অবহিত করেন। এতে ১৬জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা (আমচাষী) অংশগ্রহণ করেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন সাপাহার উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান আবদুর রশীদ, ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ বিভাগ ও প্রকল্প কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

গত ২৬জুন 'আম ও আমজাত পণ্যের গুড হ্যান্ডেলিং প্র্যাকটিসেস (জিএইচপি) ও গুড ম্যানুফেকচারিং প্র্যাকটিসেস (জিএমপি)' শীর্ষক নিয়মাতপুর শাখায় এক দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রকল্প কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক কুদরতে খোদা মোঃ নাছের।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি সংবাদ

ঘাসফুল সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম

পিকেএসএফ এর সহযোগীতায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় হাটহাজারীর মেখল ও গুমানমর্দ্দন ইউনিয়নে চলমান করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের সময়েও স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে উভয় ইউনিয়নের সমৃদ্ধি কর্মসূচির স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। গত তিন মাসে ১৩৩টি স্ট্যাটিক ক্লিনিকের মাধ্যমে ১৪৮৪জন রোগীকে বিভিন্ন রোগের চিকিৎসাসেবা প্রদান ও ৪১৭জন রোগীর ডায়াবেটিকস পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য সচেতনতামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৫০টি। এছাড়া কৃমিনাশক ঔষধ অ্যালবেনডাজল ট্যাবলেট ১২০০টি, ক্যাপসুল আয়রন, ফলিক এসিড ও জিংক ৩১৩০টি, পুষ্টিকণা ১৭৩০টি ও ক্যালসিয়াম (মিরাকেল) ৩১৪০টি বিতরণ করা হয় ।

প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন কর্মসূচি

মেখল ও গুমান মর্দ্দন ইউনিয়নে বয়স্কভাতা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

পিকেএসএফ এর সহায়তায় ঘাসফুল বাস্তবায়নাধীন প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় গত তিনমাসে ১৯৮জন প্রবীণকে পাঁচশত টাকা হারে মোট ২৯৭০০০/- (দুই লক্ষ সাতানব্বই হাজার) টাকা বয়স্কভাতা ও ৫জন মৃত ব্যক্তির সৎকার বাবদ দুই হাজার হারে মোট ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা ১৪৭জন প্রবীণকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হয়।

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ

মানব সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ঘাসফুল প্রশিক্ষণ বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সংস্থার কর্মীদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। প্রশিক্ষণগুলোতে অংশগ্রহণ করেন সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকতাগণ।

এক নজরে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

বিষয়	সময়কাল	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	আয়োজক
37th advanced training course on research techniques in social science	19/03/2021 to 10/04/2021	৩	Bureau of Economic Research
Online Certificate Course on Information System Audit (Is Audit)	5/06 2021 to 01/09/2021	১	ICAB
National Data Base	14 -15/06/2021	১	MRA
Online Certificate Course Audit Methodology Based on ISA	20 /06/2021	১	ICAB
Safeguarding Training	23/06/2021	৩	BRAC

ঘাসফুলের জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন সম্পন্ন

বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন পালনের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের তত্ত্বাবধানে ঘাসফুল গত ৫-১৫জুন চট্টগ্রাম নগরীর তিনটি স্থানে ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন পরিচালনা করে। ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রামের কর্মকর্তাগণ ক্যাম্পেইন চলাকালীন প্রতিটি স্থানে ৬ মাস থেকে ৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল খাওয়ান। ক্যাম্পেইন স্থানগুলো হলো; পশ্চিম মাদারবাড়িস্থ ঘাসফুল ফিক্সড ক্লিনিক, আগ্রাবাদ মুহুরী পাড়া এবং ছোটপুল। তিনটি স্পটে ৬-১১ মাস বয়সী ৯৭৫জন শিশুকে নীল ক্যাপসুল ও ১২-৫৯ মাস বয়সী ১৩৭৮জন শিশুকে লাল ক্যাপসুলসহ মোট ২৩৫৩জন শিশুকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়।

ঘাসফুল কমিউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম

নিয়মিত কার্যক্রম সম্পন্ন

ঘাসফুল কমউনিটি হেলথ প্রোগ্রাম এর স্বাস্থ্যকর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে উপকারভোগী সদস্যদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে। গত তিনমাসে বিভিন্ন বিষয়ে সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা উপস্থাপন করা হলো।

সেবার নাম	গ্রহণকারীর সংখ্যা
সাধারণ চিকিৎসা সেবা	৩৮০জন
টিকাদান কর্মসূচি	২৫৪জন
পরিবার পরিকল্পনা	১৮৪৭জন
গার্মেন্টস স্বাস্থ্যসেবা	৪৭৬৮জন
হেলথ কার্ড	৮২৪জন

ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী পরিশোধ

ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম এর ৬১জন উপকারভোগী সদস্য মৃত্যুবরণ করেন গত তিন মাসে। ঘাসফুল ঋণঝুঁকি তহবিল হতে মৃত্যু দাবী বাবদ পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ মোট ১৭,১৩,৭১৮/-(সতের লক্ষ তের হাজার সাতশত আঠার) টাকা। মৃত উপকারভোগী সদস্যদের নমিনীদের সঞ্চয় ফেরত প্রদান করা হয় ৫,৬৭,৪৪,০৪৭/- (পাঁচ কোটি সাতষট্টি লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা। এছাড়া দাফন কাফন বাবদ প্রদান করা হয় ৩০৫০০০/-(ত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা।

ঘাসফুল ক্ষুদ্র অর্থায়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ কার্যক্রম

(৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত)

সমিতির সংখ্যা	৫১৩৩
সদস্য সংখ্যা	৭৭৯২০
সঞ্চয় স্থিতি	৭৪২৬২২৪৪৪৪
ঋণ গ্রহীতা	৫৮৬৪৪
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ বিতরণ	১৮৫৬৩৩৬৯৭০০
ক্রমপুঞ্জিভূত ঋণ আদায়	১৬৯৮১৩০৬৫৫০
ঋণ স্থিতির পরিমান	১৫৮২০৬৩১৫০
বকেয়া	২২৯৫০১১৮৮
শাখার সংখ্যা	৫৭

জীবন কাহিনী

মোঃ নাসির উদ্দিন
সমন্বয়কারী সমৃদ্ধি কর্মসূচী

কেচোঁ সারে জীবন জয়

মোঃ কামাল ৮ নং মেখল ইউনিয়নের ৯ নং ওয়ার্ডের ওয়াহিদ আলীর বাড়ির একজন স্থায়ী বাসিন্দা। তিনি পেশায় একজন কৃষক। তিনি দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে কৃষিকাজ করেন। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষনের আওতায় ভার্মি কম্পোষ্ট সার উৎপাদন ও ব্যবহার বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। জৈবসার ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হন। পরবর্তীতে কেঁচো সার উৎপাদনে আগ্রহী হলে গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পিকেএসএফ বরাদ্দ হতে ঘাসফুল এর মাধ্যমে কেঁচো সার উৎপাদনের জন্য ২টি রিং, ২টি স্লাব, ২টি টিন ও কেঁচো গ্রহন করেন। এরপর তিনি ভার্মি কম্পোষ্ট সার উৎপাদন শুরু করেন। তিনি সফল ভাবে সার উৎপাদন করেন এবং সেই কম্পোষ্ট সার নিজের জমিতে জৈব সার হিসেবে ব্যবহারের ফলে জমিতে ভাল ফসল উৎপন্ন হয়। পাশাপাশি তিনি অনেক সার বাজারে বিক্রি ও করেন। কৃষি জমিতে জৈব সার ব্যবহারের ফলে রাসায়নিক সারের প্রয়োগ কমে। ফসলে রোগ ও পোকা মাকড় কম হওয়ায় তেমন কীটনাশক ও বালাই নাশক ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে সাথে সাথে পূর্বের তুলনায় ফলনও বৃদ্ধি পায়। সার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তিনি নিজ উদ্যোগে আরো বেশকিছু ভার্মি কম্পোষ্ট সার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন করে। বর্তমানে তিনি ১১ টি ভার্মি কম্পোষ্ট সার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন করে এলাকার কৃষকদের মাঝে সাড়া ফেলেছেন। তার সফলতা ও আয়বৃদ্ধিও উর্ধ্বগতি তাকে এলাকার মানুষ মডেল কৃষক হিসেবে দেখছেন। তিনি বর্তমানে প্রতি মাসে গড়ে প্রায় ১০০-১৫০ কেজি

সার উৎপাদন করেন এবং নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অন্য কৃষকদের নিকট বিক্রি করেন। তার দেখাদেখি এলাকার অনেক কৃষক কেঁচোসার উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে ঘাসফুল এর সাথে যোগাযোগ করছেন। ঘাসফুল আগ্রহী কৃষকদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করছেন। মো. কামাল বর্তমানে তার প্ল্যান্টে উৎপাদিত কেঁচো ও সার বিক্রি করে আর্থিক ভাবে সাবলম্বী হয়ে উঠেছেন। তার এই সফলতার জন্য পিকেএসএফ ও ঘাসফুলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শোক সংবাদ

পিতৃবিয়োগ

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন কর্মসূচির কর্মকর্তা মোঃ আসাদ চৌধুরী'র পিতা জোবায়দুল আলম চৌধুরী গত ১০জুন ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তাঁর মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবার মরহুম'র প্রতি গভীর শোক ও শ্রদ্ধা এবং পরিবারবর্গে প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

আমরা শোকাহত

ঘাসফুল'র প্রাক্তন কর্মী মোহাম্মদ শফি আলম দীর্ঘদিন ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করে গত ৫ এপ্রিল ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তিনি নব্বই এর দশকে ঘাসফুলে কর্মরত ছিলেন এবং সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত শামসুন্নাহার রহমান পরাণের অত্যন্ত স্নেহভাজন একজন কর্মী ছিলেন। তার মৃত্যুতে ঘাসফুল পরিবার অত্যন্ত মর্মাহত এবং গভীরভাবে শোকাহত। ঘাসফুল পরিবারের পক্ষ থেকে মরহুম'র আত্মার মাগফেরাত ও নাজাত কামনা এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক
ঘাসফুল বার্তা
প্রকাশনার ২০ বছর

ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদ'র সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩১ মে ও ২১জুন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান ড. মনজুর-উল-আমিন চৌধুরী'র সভাপতিত্বে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের ৭ম ও ৮ম সভা (২০২০ - ২১ অর্থবছর) অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংস্থার চলমান কার্যক্রম নিয়ে এজেন্ডাভিত্তিক আলোচনা, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং কোভিড-১৯ এ কিভাবে আরো সাধারণ মানুষকে সেবা দিয়ে উন্নয়ন করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সহসভাপতি শিব নারায়ন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ।

এসময় আরো সংযুক্ত ছিলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, অডিট ও মনিটরিং বিভাগের ব্যবস্থাপক টুটুল কুমার দাশ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক মোঃ নাছির উদ্দিন, প্রশাসন বিভাগের ব্যবস্থাপক সৈয়দ মামুনুর রশীদ ও পাবলিকেশন্স বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার।

ঘাসফুল অডিট ও ফিন্যান্স কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গত ৩০মে ও ২০জুন ঘাসফুল অডিট ও ফিন্যান্স কমিটির আহ্বায়ক পারভীন মাহমুদ এফসিএ'র সভাপতিত্বে ঘাসফুল অডিট ও ফিন্যান্স কমিটির ১০ম ও ১১তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সংস্থার আর্থিক বিষয়ে আলোচনা এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিষদের সহসভাপতি শিব নারায়ন কৈরী, সাধারণ সম্পাদক সমিহা সলিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক কবিতা বড়ুয়া, নির্বাহী সদস্য পারভীন মাহমুদ এফসিএ। এসময় আরো সংযুক্ত ছিলেন সংস্থার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আফতাবুর রহমান জাফরী, পরিচালক (অপারেশন) মোহাম্মদ ফরিদুর রহমান, প্রশাসন ও মানবসম্পদ বিভাগের উপপরিচালক মফিজুর রহমান, অর্থ ও হিসাব বিভাগের উপপরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, অডিট ও মনিটরিং বিভাগের ব্যবস্থাপক টুটুল কুমার দাশ ও পাবলিকেশন্স বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক জেসমিন আক্তার।

উপদেষ্টা মন্ডলী
রওশন আরা মোজাফ্ফর (বুলবুল)
ডেইজী মউদুদ
সমিহা সলিম
শাহানা মুহিত
সম্পাদক
আফতাবুর রহমান জাফরী
নির্বাহী সম্পাদক
সৈয়দ মামুনুর রশীদ
সম্পাদকীয় পরিষদ
মো: ফরিদুর রহমান
মফিজুর রহমান
সম্পাদনা সহকারী
জেসমিন আক্তার

প্রকাশনা : ঘাসফুল, এমএ মজুরী, বাড়ী নং-৫/ডি, বাদশামিয়া রোড, আমিরবাগ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৮৬১৩, ২৮৬৮৭৬৮, ফ্যাক্স : ০৩১-২৮৫৮৬২৯, মোবাইল : ০১৭৭৭-৭৮০৭৫৫
ইমেইল : ghashful@ghashful-bd.org, ghashfulheadoffice@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org